রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট,

হজ্ব ক্যাম্প, আশকোনা,

উত্তরা, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ ভাদ্র ১৪১১/১ সেপ্টেম্বর ২০০৪

এস, আর, ও নং ২৬৬-আইন/২০০৪।—ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬নং আইন)-এর ধারা ১৭তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই প্রবিধানমালা ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল (পরিচালনা, চাঁদা প্রদান পদ্ধতি ও ঋণ-সুবিধা প্রদান) প্রবিধানমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬নং আইন);

(খ) "ঋণ খেলাপী" অর্থ তহবিল হইতে গৃহীত ঋণ বা ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন ;

(গ) "চাঁদা প্রদানকারী" অর্থ আইনের ধারা ১০(১)-এর বিধান মোতাবেক তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন ;

(ঘ) "ট্রাস্ট" অর্থ ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট ;

(ঙ) "তহবিল" অর্থ ট্রাস্টের তহবিল ;

(চ) "পরিবার" অর্থ আইনের ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত পরিবার ;

(ছ) "ফরম" অর্থ প্রবিধানমালার ফরম ; এবং

(জ) "বোর্ড" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ড।

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়
তহবিল পরিচালনা

৩। ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি।—(১) আইনের ধারা ৯-এর উপ-ধারা (২) ও (৩)-এর বিধান অনুসারে জমাকৃত তহবিলের অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে।

(২) তহবিল হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বোর্ডের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) আইন ও এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ;

(খ) প্রবিধান ৪-এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এতদসম্পর্কিত নথিপত্র সংরক্ষণ, রেজিস্টার লিপিবদ্ধকরণসহ আনুষংগিক অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ঘ) আইন ও এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রাপকের নিকট ক্রসড চেকের মাধ্যমে যথাশীঘ্র হস্তান্তরকরণ ; এবং

(ঙ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষংগিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৪। তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ, ইত্যাদি।—বোর্ড, আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন তফসিলী ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৫। তহবিল হইতে ঋণ গ্রহণের আবেদন।—(১) তহবিল হইতে তাহার নিজের বা পরিবারের কোন সদস্যের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, আইনের ধারা ১০(২) এর বাধ্যবাধকতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক চাঁদা প্রদানকারী ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে ফরম-৩ যথাযথভাবে পূরণ করিয়া, উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ, বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর উহা নিকটস্থ ট্রাস্টের শাখা কার্যালয়ে অথবা আইনের ধারা ৪ এর বিধান অনুসারে ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ে, দাখিলপূর্বক আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয় অথবা ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়, আবেদনকারী চাঁদা-খেলাপী অথবা ঋণ-খেলাপী না হইলে সেমত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া, আবেদনপত্রখানি ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় বরাবর অগ্রায়ন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন আবেদনপত্রসমূহ প্রাপ্তির পর বোর্ডের চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে উহার সদস্য-সচিব বোর্ডের সভা আহ্বান করিয়া প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ বিবেচনার নিমিত্ত বোর্ডের সভায় উত্থাপন করিবেন।

(৪) বোর্ড, উহার সভায় প্রবিধান ৫ এর উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত আবেদনপত্রসমূহের যথার্থতা যথারীতি নিরূপণ করিয়া, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বরাদ্দের ঋণ খাতে মঞ্জুরকৃত অর্থের পরিমাণ, উহা পরিশোধের কিস্তি-সংখ্যা (যদি থাকে) ও সময়সীমা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারণপূর্বক এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) বোর্ডের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। তহবিল হইতে ঋণ বাবদ অর্থ বরাদ্দ।—(১) কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে আইনের ধারা ৭ এর দফা (গ) এর বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কারণে তহবিল হইতে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) মৎস্য চাষ ;

(খ) হাঁস-মুরগী ক্রয় ও পালন ;

(গ) গরু ক্রয় ও মোটা-তাজাকরণ ;

(ঘ) ছাগল ক্রয় ও পালন ;

(ঙ) কুটির ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণন ;

(চ) রবিশস্য বা মৌসুমী কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ;

(ছ) ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনাকরণ ; এবং

(জ) বোর্ডের বিবেচনায় শরীয়ত-সম্মত অন্য যে কোন খাত।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত কারণে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে।

৭। ঋণ খেলাপী।—তহবিল হইতে ঋণ গ্রহণকারী কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের অর্থ বা উহার কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে তিনি ঋণ-খেলাপী হিসাবে বিবেচিত হইবেন ও তাহাকে পরবর্তীতে তহবিল হইতে আর কোন কারণে ঋণ প্রদান করা হইবে না এবং তাহার খেলাপী ঋণের অর্থ দেশের প্রচলিত আইনে আদায় করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ট্রাস্টের অধীন তালিকাভুক্তি

৮। ইমাম ও মুয়াজ্জিন-এর তালিকা সংরক্ষণ।—(১) আইন ও এই প্রবিধানমালার অধীন তহবিল হইতে আর্থিক সাহায্য বা ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে সমগ্র বাংলাদেশের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের জেলাওয়ারী তালিকা এবং শাখা কার্যালয়ে অথবা ট্রাস্টের শাখা কার্যালয়ে স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের তালিকা যথাক্রমে বোর্ডের সদস্য-সচিবের এবং সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ফরম-২-তে সংরক্ষণ করা হইবে।

(২) আইনের ধারা ১০(১) এবং প্রবিধান ৯(১) এর বিধান মোতাবেক প্রথম চাঁদা প্রদান শুরু করার সময় প্রত্যেক ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিকটস্থ ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় অথবা শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় হইতে ফরম-১ সংগ্রহ করিয়া উহা পূরণপূর্বক নিজ নিজ তথ্য-বৃত্তান্ত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে সরবরাহ করিবেন।

(৩) ট্রাস্টের সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয়সমূহ অথবা ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের সংশ্লিষ্ট জেলাওয়ারী তালিকা ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়কে সরবরাহ করিবে এবং সেইগুলির ভিত্তিতে ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় সমগ্র বাংলাদেশের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের জেলাওয়ারী তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

(৪) ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় অথবা শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ও প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের জেলাওয়ারী তালিকার মন্তব্য কলামে সংশ্লিষ্ট ইমাম ও মুয়াজ্জিনের চাঁদা প্রদান এবং গৃহীত ঋণ বা ঋণের কিস্তি পরিশোধ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(৫) চাঁদা প্রদান, ঋণের পরিমাণ, ঋণের কিস্তি প্রদানের তথ্যাদিসহ যাবতীয় বিষয়াদি ও ঋণ খেলাপী সম্পর্কিত তথ্য-সম্বলিত রেজিস্টার ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় সংরক্ষণ করিবে এবং এতদ্‌সম্পর্কিত প্রতিবেদন বোর্ডের প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে অনুষ্ঠিতব্য সভায় উথাপন করিবার জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব দায়িত্ব পালন করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

চাঁদা প্রদান

৯। **ইমাম এবং মুয়াজ্জিনগণ কর্তৃক চাঁদা প্রদান।**—(১) এই প্রবিধানমালা জারী হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ইমাম বা মুয়াজ্জিনগণ ন্যূনতম মাসিক দশ টাকা হারে তহবিলে চাঁদা প্রদান শুরু করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত মাসিক চাঁদার অর্থ পরবর্তী ইংরেজী মাসের দশ তারিখের মধ্যে নিকটস্থ ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় অথবা ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত চাঁদার অর্থ বোর্ড-নির্ধারিত রশিদ বহির মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

(৪) প্রত্যেক ইমাম বা মুয়াজ্জিন, প্রয়োজনবোধে, থোক-আকারে অগ্রিম চাঁদা দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয় অথবা ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় আদায়কৃত চাঁদার অর্থ সাময়িকভাবে জমা রাখার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কোন তফসিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলিতে পারিবে।

(৬) বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয়কে অথবা ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়কে প্রতি তিন মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত চাঁদার অর্থ ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে, চাঁদা আদায়ের পৃথক প্রতিবেদনসহ, ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) ট্রাস্টের সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয় অথবা ট্রাস্টের শাখা কার্যালয় স্থাপিত না হইলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর, ক্ষেত্রমত, জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় উপ-প্রবিধান (১) ও (৪) এর অধীন আদায়কৃত চাঁদার অর্থের হিসাব সরকার নির্ধারিত ক্যাশ বহিতে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

ফরম-১

[প্রবিধান-৭(২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট,
হজ্ব ক্যাম্প, আশকোনা,
উত্তরা, ঢাকা।

জেলা ঃ

ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের তালিকাভুক্তির তথ্য-বৃত্তান্ত।

সত্যায়িত ছবি

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ
২।	পিতার নাম	ঃ
৩।	মাতার নাম	ঃ
৪।	জন্ম তারিখ	ঃ
৫।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ
৬।	ধর্ম	ঃ
৭।	জাতীয়তা	ঃ
৮।	সংশ্লিষ্ট মসজিদের ঠিকানা (বিস্তারিতভাবে)	ঃ
৯।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
১০।	আবাসিক/ডাক ঠিকানা	ঃ
১১।	বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	ঃ
১২।	মোট চাকুরীর মেয়াদ	ঃ
১৩।	বর্তমান বেতন পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও নাম	ঃ
১৪।	পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও নাম	ঃ (ক) স্ত্রী- (খ) পুত্র- (গ) কন্যা- (ঘ) পিতা- (ঙ) মাতা-

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই তথ্যপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ইমাম বা মুয়াজ্জিনের সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি সত্যায়িত ছবি এবং ইহার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটির সভাপতি অথবা সম্পাদকের সুপারিশপত্র সংযোজন করিতে হইবে।

তারিখ ঃ..... .....

সংশ্লিষ্ট ইমাম বা মুয়াজ্জিনের স্বাক্ষর

প্রাপক ঃ চেয়ারম্যান,
ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টী বোর্ড, ঢাকা।
মাধ্যম ঃ (প্রয়োজনে)।
দ্রষ্টব্য ঃ এই ফরমের এক হাজারটি পাতা সমন্বয়ে একটি তালিকা বহি সংরক্ষণ করা হইবে।'

ফরম-২

[প্রবিধান ৭(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট,
হজ্ব ক্যাম্প, আশকোনা,
উত্তরা, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট ইমাম বা মুয়াজ্জিনের সত্যায়িত ছবি

জেলা ঃ

ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের জেলাওয়ারী তালিকা বহি।

ক্রমিক নং।	তালিকাভুক্ত ইমাম বা মুয়াজ্জিনের নাম।	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা।	স্থায়ী ঠিকানা।	আবাসিক/ ডাক ঠিকানা।	জাতীয়তা	সংশ্লিষ্ট মসজিদের ঠিকানা।	বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ।	মোট চাকুরীর মেয়াদ।	বর্তমান বেতন।	পরিবারের সদস্য সংখ্যা, সম্পর্ক ও নাম।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

.....

বোর্ডের সদস্য-সচিব/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর।

ফরম-৩

[প্রবিধান ৫(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট,

হজ্ব ক্যাম্প, আশকোনা,

উত্তরা, ঢাকা।

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল হইতে ঋণ গ্রহণের আবেদনপত্র।

প্রথম অংশ

সত্যায়িত ছবি

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ	
২।	পিতার নাম	ঃ	
৩।	মাতার নাম	ঃ	
৪।	জন্ম তারিখ	ঃ	
৫।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	
৬।	ধর্ম	ঃ	
৭।	জাতীয়তা	ঃ	
৮।	সংশ্লিষ্ট মসজিদের ঠিকানা	ঃ	
৯।	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	
১০।	আবাসিক/ডাক ঠিকানা	ঃ	
১১।	বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	ঃ	
১২।	মোট চাকুরীর মেয়াদ	ঃ	
১৩।	বর্তমান বেতন	ঃ	
১৪।	পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও নাম	ঃ	(ক) স্ত্রী- (খ) পুত্র- (গ) কন্যা- (ঘ) পিতা- (ঙ) মাতা-
১৫।	চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা হয় কি না ?	ঃ	
১৬।	প্রার্থিত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা/ঋণের পরিমাণ	ঃ	
১৭।	প্রার্থিত ঋণের কারণ	ঃ	
১৮।	প্রার্থিত ঋণ খাতে কিস্তি, যদি চাওয়া হয়, উহার পরিমাণ।	ঃ	

১৯। ট্রাস্ট হইতে ইতঃপূর্বে গৃহীত আর্থিক সুযোগ- সুবিধা/ঋণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এর বিবরণ। ঃ

২০। ট্রাস্টের নিকট ঋণের বকেয়া অর্থ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এর বিবরণ। ঃ

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আবেদনপত্রের সহিত আবেদনকারীর সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি সত্যায়িত ছবি এবং আবেদনপত্রের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মসজিদ কমিটির সভাপতি অথবা সম্পাদকের সুপারিশপত্র সংযোজন করিতে হইবে।

.....

তারিখ ঃ ..... আবেদনকারীর স্বাক্ষর

দ্বিতীয় অংশ

.....

১। প্রথম জামিনদারের স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানা (তারিখসহ)

.....

২। দ্বিতীয় জামিনদারের স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানা (তারিখসহ)

.....

সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে

শাখা কার্যালয়, .../ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ...

মন্তব্যসহ আবেদনপত্রের অগ্রায়ন

১। আবেদনকারীর অত্রসাথ আবেদনপত্রখানি অগ্রায়ন করা হইল। অত্র কার্যালয়ে রক্ষিত তথ্যাদি মতে তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী এবং তিনি ঋণ খেলাপী নন।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর

প্রাপক ঃ চেয়ারম্যান
ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টী বোর্ড, ঢাকা।

.....

বোর্ডের আদেশক্রমে

রফিকুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব ও চেয়ারম্যান
ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট।

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।